যুগান্তর

তারিখ 4 SEP 2012
পৃষ্ঠা 8 কলাম 3

ওয়ালিউল্লাহ

ক্যাডেট কলেজগুলোর অভাবনীয় সাফল্যের কারণ

যুক্তরাজ্যের পাবলিক স্কুলের আদর্শে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে সাগর বিধৌত চট্টগ্রামের ফৌজদার হাটে একটি ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নিউজিল্যান্ড থেকে আগত স্যার উইলিয়াম মরিস ব্রাউন প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ক্রমান্বয়ে ১৯৬৩ সালে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, ১৯৬৫ সালে মির্জাপুর ও রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাডেট কলেজের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সালে সিলেট ক্যাডেট কলেজ, ১৯৭৯ সালে রংপুর ক্যাডেট কলেজ, ১৯৮১ সালে বরিশাল ও পাবনা ক্যাডেট কলেজ, ১৯৮৩ সালে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ ও কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ এবং ২০০৬ সালে জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ ও ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১২টি ক্যাডেট কলেজের মধ্যে ৯টি ছেলেদের এবং ৩টি মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

জনগণের দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ক্যাডেট কলেজের ক্রমবর্ধমান সাফল্যে এর সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে সব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের লক্ষ্যে ক্যাডেটদের প্রশিক্ষিত করা হয়। ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটরা শুরুতে সশস্ত্রবাহিনীতে যোগদানে অনুপ্রাণিত হলেও পরবর্তীকালে জাতির অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তারা তাদের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত করে। এর ফলে মেধাসম্পন্ন এ ক্যাডেটরা সশস্ত্র বাহিনীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষ পর্যায়ের স্থানে আরোহণ করে তাদের অবদান রেখে চলেছেন। ক্যাডেট কলেজের প্রাত্যহিক কার্যক্রমের মূল অংশগুলোতে রয়েছে শারীরিক অনুশীলন, বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণসহ সহশিক্ষা কার্যক্রম। ৭ম শ্রেণীতে আগত ক্যাডেটকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার নিবিড় প্রশিক্ষণ ক্যাডেট কলেজে প্রদান করা হয়। চরিত্র গঠন, ধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা হয় প্রাত্যহিক ধর্মীয় অনুশীলন এবং বার্ষিক কেরাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। সুকুমার বৃত্তিগুলো পরিস্ফুটনের লক্ষ্যে সংগীত, সাহিত্য ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ক্যাডেটরা অংশগ্রহণ করে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের এক বিরল সুযোগ লাভ করেন। আন্তঃক্যাডেট কলেজ ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংগীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বছরব্যাপী ব্যস্ত থাকেন ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটরা। নিয়মানুবর্তিতা ক্যাডেট জীবনকে ঘিরে রাখে। ছুটি ছাড়া বছরের বাকি দিনগুলো একজন ক্যাডেট অভিভাবকদের পরম স্নেহ থেকে দূরে থাকলেও অধ্যক্ষ, অ্যাডজুটেন্ট, মেডিকেল অফিসার ও অনুষদ সদস্যদের সাহচর্যে তাদের জীবন অতিবাহিত হয়ে থাকে। ৬ বছরের শৃংখলাপূর্ণ জীবন একজন ক্যাডেটকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে সাহায্য করে।

ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যুবকদের মাঝে উচ্চতর নৈতিকতা, মানসিক দৃঢ়তা, মনোবল, শারীরিক শক্তি এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের গুণাবলী প্রোথিত করতে। ইতিমধ্যেই দেশে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সব উপকরণ ক্যাডেট কলেজের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত

করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষাদান শুরু হলেও ২০০৩ সাল থেকে ইংরেজি মাধ্যমে পাঠদান শুরু হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যায়তনে যে মাল্টিমিডিয়া ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, ক্যাডেট কলেজে বহু বছর আগেই তা প্রবর্তিত হয়েছিল। ক্যাডেট কলেজে রয়েছে বিজ্ঞানাগার, ভাষা গবেষণাগার এবং জ্ঞান আহরণের জন্য আধুনিক পাঠাগার। শিক্ষা সফর ক্যাডেটদের দেশের ঐতিহাসিক নিদর্শন ও স্থাপনা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান অর্জনের সুযোগ এনে দেয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থাপিত ক্যাডেট কলেজগুলোর ক্যাডেটদের নির্ভর করতে হয় নিবেদিতপ্রাণ অনুষদ সদস্যদের ওপর।

দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মতো ক্যাডেট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কোচিংয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ খুব কমই হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের নিয়মিত অধ্যয়ন ও সময়ানুবর্তিতাকে পুঁজি করে তাদের সাফল্য ছিনিয়ে আনতে হয়েছে। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে মোট ৫৫৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৩৯ জন জিপিএ-৫(+) (শতকরা ৯৬.৫৯%) এবং জিপিএ-৪ এর অধিক নম্বর পেয়ে অসাধারণ সফলতা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, ৭টি ক্যাডেট কলেজ দেশের বোর্ডগুলোর প্রথম স্থানটি দখল করে নিয়েছে, আর ৫টি বোর্ডে ২য়, ৩য় ও ৭ম স্থান অর্জনের বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট ৬১৫ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬১২ জন জিপিএ-৫ (শতকরা ৯৯.৫১%) এবং ৩ জন জিপিএ-৪-এর অধিক নম্বর পেয়ে সাফল্য অর্জন করেছে। ওই পরীক্ষায় দেশের ৪টি ক্যাডেট কলেজ ১ম স্থান, ৩টি ২য় স্থান, ২টি ৩য় স্থান এবং অন্য ক্যাডেট কলেজগুলো ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থান দখলের সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাডেট কলেজগুলোর পেছনে ব্যয়িত আর্থিক খরচের যথার্থতা আজ প্রমাণিত হয়েছে। পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্যাডেট কলেজের অবস্থান উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। ক্যাডেটদের সার্বিক ফলাফল এবং জাতীয় ক্ষেত্রে তাদের অবদান সামরিক বাহিনী পরিচালিত ক্যাডেট কলেজে কর্মরত সবার নিষ্ঠার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্যাডেট কলেজ ও সামরিক বাহিনীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সামরিক ও বেসামরিক ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক ফলাফলের জয়যাত্রা প্রমাণ করে প্রাতিষ্ঠানিক একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও শ্রমের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সফলতা আসছে তার প্রভাব ক্যাডেট কলেজের ফলাফলে লক্ষ্য করা গেছে। কলেজের সাবেক ক্যাডেটদের অ্যাসোসিয়েশনগুলো ইতিমধ্যেই জাতি গঠনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলছে, যা এ প্রজন্মের ক্যাডেটদের অনুপ্রাণিত করবে। এদেশের মানুষ বিশ্বাস করে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যাডেটদের অবদান একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে। এদেশের মানুষের কষ্টার্জিত শ্রম ও অর্থে প্রতিপালিত ক্যাডেটদের এ ফলাফল দেশ গড়ায় অবদানের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ফলাফল এনে দেবে। মেধা ও প্রজ্ঞায় উদ্দীপ্ত, নিঃস্বার্থ দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ ক্যাডেটরা নৈতিকতা ও কঠোর শ্রমকে পুঁজি করে আগামী দিনের বাংলাদেশের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখলেই জাতির ঋণ পরিশোধিত হবে।

লে. কর্নেল ওয়ালিউল্লাহ (অব.) : সাবেক সেনা কর্মকর্তা; সাবেক অধ্যক্ষ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ